আজকের কাগজ

তারিখ 02 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

71

ঢা.বি' শিক্ষকদের ২১ লাখ টাকার ভ্রমণ ভাতা তহবিল হাতিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা

বিপ্লব রহমান ঃ অবৈধ পন্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১ লাখ টাকার ভ্রমণ ভাতা তহবিল হাতিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়মরীতি ভঙ্গ করে কর্তপক্ষের একটি বিশেষ মহল এই তহবিল হাতিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এদিকে বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায় একদিকে যেমন শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষা সফর ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে একাডেমিক কার্যক্রমও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের।

সূত্র জানায়, চলতি ৯৫-৯৬ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভ্রমণ ভাতা বাবদ মোট ২১ লাখ টাকার তহবিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ লাখ টাকার সাধারণ তহবিল, ১০ লাখ টাকার বিএ (অনার্স) ও ৫ লাখ টাকার এমএ ডিগ্রী- মোট ৩টি খাত রয়েছে। এসব খাতে বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সফরে শিক্ষকদের মাথাপিছু দৈনিক ৬৫ টাকা বরাদ্দ পাওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মরীতি ভঙ্গ করে এই ভাতা ১২০ টাকা করার জন্যে কর্তপক্ষের একটি বিশেষ মহল দীর্ঘদিন থেকেই চাপ সৃষ্টি করে আসছে। অনিয়মতান্ত্রিক এই বর্ধিত ভাতা বরাদ্দ করা হলে ২১ লাখ টাকার ভ্রমণ ভাতা তহবিল চলতি অর্থবছরের শুরুতেই দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের ২৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ ভ্রমণ-ভাতা উল্লেখিত হারে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা '৭৫-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩২ ধারার পরিপন্থী। এই আইনে সুস্পষ্ট বলা আছে যে, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে এই নিয়ম বহির্ভূত সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্যে গত বছর ২৬ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং একই বছর ১৯ এপ্রিল সরকারের স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব-নিরীক্ষা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতা ও সিন্ডিকেটের নিয়ম বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ২১ লাখ টাকার এই তহবিল লুটপাটের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

এদিকে এ বিষয়ে কর্তপক্ষের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তার কারণে শিক্ষকদের শিক্ষা সংক্রান্ত সফরসহ একাডেমিক কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, কর্তপক্ষের যোগসাজশে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একটি বিশেষ মহল অবৈধ ভ্রমণ ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে